তারিখ 14 JUN 2008
পৃষ্ঠা কলাম

মাগুরায় ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা -যাযাদি

ঝরেপড়া শিশুদের স্কুল

মাগুরা প্রতিনিধি

পিছিয়ে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে মাগুরার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আশাই। গত আট বছরে তারা মাগুরার এ ধরনের এক হাজার পিছিয়ে পড়া শিশুকে স্কুলমুখী করেছে। এছাড়া বর্তমানে দেড় হাজার শিশু তাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ৪৩টি স্কুলে পড়ছে।

তাদের এ শিক্ষা কার্যক্রমে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউরোপীয় কমিশন ও ব্র্যাক। পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য স্কুলগুলো স্থাপিত হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও শহরের অনুন্নত এলাকায়। স্কুল স্থাপনের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকা ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু, যারা দারিদ্র্যসহ নানা কারণে কখনো স্কুলে যায়নি কিংবা শিক্ষার মাঝপথেই ঝরে পড়েছে, তাদের শনাক্ত করা হয়। তারপর এ ধরনের ৩০টি শিশু নিয়ে স্থাপন করা হয় এক একটি স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩০ শতাংশ ছাত্র ও ৭০ শতাংশ ছাত্রীর সংখ্যানুপাত থাকে। তারা এসব স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীর নির্ধারিত শিক্ষাকার্যক্রম শেষ করে। এরপর তাদের সংস্থার উদ্যোগেই ভর্তি করে দেয়া হয় কাছাকাছি কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে। স্কুলগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার যে কোনো ব্যক্তিঘর ভাড়া নেয়া হয়। নির্ধারিত বইয়ের পাশাপাশি গান, খেলাধুলা, কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকে স্কুলগুলোতে। এছাড়া থাকে আচরণগত শিক্ষা। মাগুরা সদরের জগদল ইউনিয়নের আজমপুর গ্রামের ধলা মিয়ার বাড়িতে স্থাপিত হয়েছে এ ধরনের একটি স্কুল। এখানকার ছাত্র আরাফাতের বাবা লিংকন হোসেন জানান, তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারেননি। এ বছরের জানুয়ারিতে পার্শ্ববর্তী ধলা মিয়ার বাড়িতে স্কুল হওয়ার পর ছেলে আরাফাত সেখানে পড়তে পারছে।